এক নজরে বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড

প্রতিষ্ঠা : ১৯৭৪ সালে নাটোর উত্তরা গণভবনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাজশাহীর রেশম বস্ত্র দেখে চমৎকৃত হন এবং রেশম শিল্প বিকাশে স্বতন্ত্র একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। তারই ফসল হিসেবে পরবর্তীতে ঐতিহ্যবাহী রেশম শিল্পের ব্যাপক সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৭৭ সালের ২৮ ডিসেম্বর বাংলাদেশ রেশম বোর্ড গঠিত হয়। চেয়ারম্যান ছিলেন বোর্ডের প্রধান নির্বাহী। আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র বিমোচন ও আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটানোই ছিল এ সংস্থার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। বোর্ড সৃষ্টির পূর্বে এ শিল্পের সংগে জড়িত লোকসংখ্যা ছিল মাত্র ৩৫ হাজার। বর্তমানে দেশে এ শিল্পের সংগে জড়িত লোকসংখ্যা ৬.৫০ লক্ষ যার অধিকাংশই গ্রামীণ মহিলা।

১৯৪৭ সালের পর পূর্ব পাকিস্থানে রেশম কার্যক্রম শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের অধীনে ন্যাস্ত ছিল। ১৯৬১-৬২ সাল থেকে ১৯৭১ সালের পূর্ব পর্যন্ত রেশম কার্যক্রম ইপসিক এর নিয়ন্ত্রণে ছিল। ১৯৯৭ সালে কোম্পানি আইনে বাংলাদেশ সিল্ক ফাউন্ডেশন গঠন করা হয়। ২০০৩ সালে বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটকে রেশম বোর্ডের আওতামুক্ত করে স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হিসাবে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে ন্যাস্ত করা হয়। পরবর্তীতে রেশম শিল্পের সমন্বিত উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০১৩ সালে বাংলাদেশ রেশম বোর্ড, বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট এবং বাংলাদেশ সিল্ক ফাউন্ডেশন ৩টি পৃথক সংস্থা একীভূত করে বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড গঠন করা হয়। পুনর্গঠিত রেশম উন্নয়ন বোর্ডের ১৪ সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেছেন বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী। রেশম উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান নির্বাহীর দায়িত্ব পালন করছেন সংস্থার মহাপরিচালক।

রেশম উন্নয়ন বোর্ডের উদ্দেশ্যে:

- উৎপাদিত রেশম পণ্য বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদান;
- মানব সম্পদ উন্নয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি;
- রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন;
- রেশম চাষ সম্প্রসারণ ও রেশম চাষীদের সহায়তা প্রদান।

মাঠ পর্যায়ের অফিস ও সম্প্রসারণ নেটওয়ার্ক:

ক্র:নং	অফিস	সংখ্যা
১।	রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট	১
২।	আঞ্চলিক রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়	৫
৩।	জোনাল রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়	৭
৪।	রেশম বীজাগার	১১
৫।	রেশম সম্প্রসারণ কেন্দ্র	৫৯
৬।	তুঁতবাগান	৬
৭।	চাকী রিয়ারিং সেন্টার	২০
৮।	মিনিফিলেচার কেন্দ্র	১২
৯।	রেশম কারখানা	২

রেশম সম্প্রসারণ কার্যক্রম :

- ৬৮৮ একর জমিতে আইডিয়াল রেশম পল্লী, রেশম ব্লক ও ফার্মিং পদ্ধতিতে তুঁতচাষ কার্যক্রম চলমান।

গবেষণা:

১. জার্মপ্লাজম ব্যাংকে ৮৪টি তুঁতজাত ও ১১৪টি রেশম কীটের জাত রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণ

২০২১-২২ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

ক্র: নং	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
১।	তুঁতচারা উৎপাদন ও বিতরণ	৮.২০ লক্ষ	৮.৭৭ লক্ষ
২।	রোগমুক্ত রেশম ডিম উৎপাদন ও বিতরণ	৩.০০ লক্ষ	৪.৬০ লক্ষ
৩।	রেশম গুটি উৎপাদন	১২৩ মে. টন	২১৫ মে.টন
৪।	রাজশাহী রেশম কারখানায় রেশম কাপড় উৎপাদন	৬০০০ মিটার	১১,৮০৩ মিটার
৫।	রেশম চাষিদের নিকট থেকে ক্রয়কৃত গুটি থেকে সুতা উৎপাদন (সরকারি পর্যায়ে)	০.৯০ মেট্রিকটন	১.২৭ মেট্রিকটন
৬	প্রশিক্ষণ (রেশম চাষি)	৬৭৫ জন	৬৭৫ জন

উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্য:

- দেশের অভ্যন্তরে বাৎসরিক কাঁচা রেশম উৎপাদন- ৪১ মে.টন
- দেশের অভ্যন্তরে বাৎসরিক কাঁচা রেশমের চাহিদা- ৩০০-৪০০ মে.টন
- রেশম কাপড় উৎপাদন -৩৪,০৪৬ মিটার
  (২০১৮ সালে রাজশাহী রেশম কারখানা পুন: চালু হওয়ার পর আগস্ট/২০২২ পর্যন্ত)

সম্ভাবনা:

- অভ্যন্তরীন চাহিদা ও উৎপাদন ব্যবধান
- বৃহৎ রেশম উৎপাদনকারী দেশগুলোর অনাগ্রহ
- পারিবারিক শ্রম ব্যবহারের সুযোগ
- উর্বর জমির ব্যাপকতা
- তুঁতজমিতে সাথী ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে বাড়তি আয়ের সুযোগ